ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জঃ প্রেক্ষিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

শেখ মনজুর-ই-আলম
পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি

প্রেক্ষাপট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর 'বিতর্কিত' ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি কার্যকর হয়।[১] এর আগে সম্পাদক পরিষদসহ মানবাধিকার সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের পরামর্শ ও দাবি উপেক্ষা করে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তা জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। আইনটি প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের নানা পর্যায়ে দফায় দফায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মাননীয় আইনমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। সম্পাদক পরিষদ সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাসহ এই আইনের ৯টি ধারা সংবিধানের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং ৩৯(২) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত যুক্তিসংগত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার, এবং (খ) সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা খর্ব করবে- এমন আশংকার কথা তুলে ধরেন।[২]

তবে এ ব্যাপারে সরকারের মন্ত্রীদের কাছ থেকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আসে। সাংবাদিকদের উদ্বেগ 'অযৌক্তিক নয়' এমন মন্তব্য করে আরো আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আইনমন্ত্রী।[৩] অথচ বিলটি সংসদে অনুমোদনের জন্য উত্থাপনের পর 'সম্পাদক পরিষদ নেতৃবৃন্দ সংসদীয় কমিটি ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে যে কথাগুলো বলেছেন, তা সম্ভবত ভুলে গিয়েছেন' এমন অভিযোগ করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বলেন 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উপায়টি এই আইন খুলে দেবে'।[৪] এর মাত্র দু'দিন পর তথ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দেন আইনটি সংশোধন করা হতে পারে।[৫] যদিও তিনদিন পরই তিনি আবার দাবি করেন, এই আইনের মাধ্যমে 'হলুদ সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ হয়েছে।'[৬] এরপর সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের এই দায়িত্বশীল মন্ত্রীরাই আবার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাংবাদিকদের উদ্বেগের বিষয়টি আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন।[৭] যদিও সেই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা, 'যৌক্তিক' আশংকা এবং আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ[৮] উপেক্ষা করে আইনটি কার্যকর করার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টার বক্তব্যে। তিনি সম্পাদক পরিষদের আশংকাগুলোর ব্যাপারে সরকারের অবস্থান তুলে ধরে অভিযোগ করেন, "বস্তুতঃ সম্পাদক পরিষদ বলতে চায়, তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে নোংরা, মিথ্যা প্রচারণা চালাতে দিতে হবে এবং সত্য অবলম্বন না করেই তাদের অপছন্দের রাজনীতিকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে দিতে হবে।" তিনি আরো উল্লেখ করেন, "যেহেতু গণমাধ্যমের সম্পাদকেরা তাদের নিজেদের তৈরি নৈতিক নির্দেশনাই মানতে রাজি নন, তাহলে আমরা সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের ভার আদালতের হাতেই তুলে দিই। গ্রেফতার মানেই জেল নয়। সরকারের প্রমাণ করতে হবে যে আসামী জেনে শুনে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করেছেন। প্রমাণের দায়ভার সরকারের। যেসকল সাংবাদিকের মিথ্যা সংবাদ ছাপানোর উদ্দেশ্য নেই, তাদের ভয়েরও কিছু নেই।"[৯] এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচারের ক্ষেত্রে 'অপরাধ প্রবণ মানসিকতা' না থাকলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে আশ্বস্ত করেন।[১০]

সরকার প্রধান ও তাঁর উপদেষ্টার বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে 'সরকারের বিরুদ্ধে' কথিত 'মিথ্যা প্রচারণা' প্রতিহত করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য, যদিও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই দুটি শব্দবন্ধ অনুপস্থিত এবং এই আইনে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা' বলতে "কোন ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল সিস্টেমের নিরাপত্তা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ধারা ২(ট))।[১১] এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমে সমালোচনামূলক (তা গঠনমূলক হলেও) যে কোন প্রতিবেদন বা বিশ্লেষণ এই আইনের আওতায় আসার সম্ভাবনা প্রকট। এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক কেবলমাত্র পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পরই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন।

---

[1] https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/10/08/president-signs-digital-security-bill-into-law
[2] https://www.prothomalo.com/opinion/article/1559403
[3] https://www.clickittefaq.com/digital-security-act-law-minister-assures-editors-of-amendments/
[4] https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1558247
[5] https://bdnews24.com/media-en/2018/10/21/minister-inu-hints-at-changes-to-digital-security-act-urges-media-to-help-fight-militancy
[6] http://samakal.com/bangladesh/article/18101587
[7] https://bdnews24.com/bangladesh/2018/09/30/cabinet-will-discuss-digital-security-act-objections-law-minister
[8] https://bdnews24.com/bangladesh/2018/09/27/eu-envoys-express-concern-over-digital-security-act
[9] https://www.facebook.com/sajeeb.a.wazed/posts/1364014847068268?__tn__=K-R
[10] https://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2018/10/03/pm-nothing-to-worry-about-digital-security-law
[11] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1261

আমরা এই প্রবন্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি কিভাবে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার' ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের দায়

ইউনেস্কোর প্রকাশনা **Story-Based Inquiry: a Manual for Investigative Journalists** – এ বলা হচ্ছে, "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। সাধারণত ক্ষমতাবান কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য গোপন রাখে; কখনও হয়তোবা বিপুল বা বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্য ও গোপন নানা উৎস ব্যবহার করতে হয় এবং ঘাঁটতে হয় নানা ধরনের নথিপত্র।"[১২] এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মূল উপাদানগুলো হলো পদ্ধতি বা পরিকল্পনামাফিক অনুসন্ধান, গভীর ও মৌলিক গবেষণা এবং গোপন তথ্য উন্মোচন।[১৩]

সুশাসন ও মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং একে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৪] একটি কার্যকর গণমাধ্যম এবং জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূল পার্থক্যই গড়ে দেয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। কারণ সুশাসনের ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা, শুদ্ধাচারের ব্যত্যয় এবং দুর্নীতির তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশের মাধ্যমে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মূলত সরকারের অধিকতর কার্যকারিতা, নৈতিক আচরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[১৫] এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বাড়াতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তথা স্বাধীন গণমাধ্যম সবচাইতে কার্যকর মাধ্যমগুলোর একটি। এজন্য একে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে বরং সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করে জনগণের কাছে সে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[১৬]

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ

জনগণের কাছে গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে এর কার্যকারিতা বজায় রাখার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর অন্তত ৯ টি ধারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তথা স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এবং প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ (বা অনুসন্ধান) ও গবেষণা, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রচার- এই প্রতিটি ধাপেই তা সংবাদকর্মী, সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন	শিরোনাম	মন্তব্য
ধারা ৮	কতিপয় তথ্য - উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষমতা	এই ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজনীয় যুক্তির অস্পষ্টতার কারণে সংবাদমাধ্যমের স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত হতে পারে।
ধারা ২৫	আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য - উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি	যে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এই ধারার আওতায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে কারণ এতে বেশ ক'টি অস্পষ্ট শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে যার ব্যাখ্যা এই আইনে অনুপস্থিত।
ধারা ২৮	ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোন	অস্পষ্ট পরিভাষা এবং সাংবাদিক এ ধরনের বিষয়ে প্রতিবেদন করতে স্বস্তি

[12] http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf
[13] https://gijn.org/investigative-journalism-defining-the-craft/
[14] https://www.cambridge.org/core/books/driving-democracy/fourth-estate/73AACBDD352281D0BA512DD8EDBDB4C0
[15] https://archives.cjr.org/the_observatory/the_survival_of_investigative.php
[16] http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/The-role-of-media-and-investigative-journalism-in-combating-corruption.pdf

	তথ্য প্রকাশ, সম্প্রচার ইত্যাদি	বোধ করবেন না।
ধারা ২৯	মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার, ইত্যাদি	এ বিষয়ে একটি আইন আছে। সেক্ষেত্রে একই অপরাধে পত্রিকার চেয়ে ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যমে কঠোরতর শাস্তির বিধান অযৌক্তিক।
ধারা ৩১	আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড	সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে তা অনুপস্থিত। তাই আইনের অপব্যবহার এবং সাংবাদিক হয়রানির আশংকা অমূলক নয়।
ধারা ৩২	সরকারী গোপনীয়তা ভঙ্গের অপরাধ ও দণ্ড	ঔপনিবেশিক আমলের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণমূলক আইন টেনে আনায় সংবাদ সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশকে গুরুতরভাবে বাঁধাগ্রস্ত হবে।
ধারা ৪৩	পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতার	অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে শুধু এমন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই পুলিশকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার দেওয়ায় সংবাদকর্মী প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রেফতারের ঝুঁকিতে থাকবেন; এবং সংবাদমাধ্যম কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় থাকবে।
ধারা ৫৩	অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	বেশিরভাগ অপরাধ আমলযোগ্য ও জামিন অযোগ্য হওয়ায় সংবাদকর্মী ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা চরম হুমকির মুখে পড়বে।
ধারা ৫৭	সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম	আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আগাম দায়মুক্তি দেওয়ায় সংবাদকর্মী ন্যায়বিচার পাওয়ার আশাও হারিয়ে ফেলবেন।

তথ্য সংগ্রহ বা অনুসন্ধানে প্রতিবন্ধকতা

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন সাপেক্ষে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে (ধারা ৪) এবং প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে (ধারা ৩)। কিন্তু একই আইনের ৭ নম্বর ধারায় 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি', 'জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া', 'মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ অনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য' সহ বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তথ্য না দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে কার্যত **Official Secrets Act, 1923** - কে তথ্য অধিকার আইনের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে।[১৭] পরবর্তীতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইনে কেবল মাত্র 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের' কাছেই তথ্য প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] এমন বাস্তবতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে **Official Secrets Act, 1923** এর মত একটি নিবর্তনমূলক আইনকে টেনে আনা হয়েছে (ধারা ৩২)।[১৯]

সরকার যে তথ্য প্রকাশ করে না তাই 'সরকারি গোপন তথ্য' বলে বিবেচিত হতে পারে এবং এ ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড বা পঁচিশ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।[২০] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, একজন সাংবাদিক প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের সময় হর হামেশাই মোবাইল ফোনে এমন অপ্রকাশিত নথির ছবি তুলেন।

[17] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1011&sections_id=39079
[18] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1072&sections_id=41350
[19] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47490
[20] Ibid

যা পরবর্তীতে নিয়মাবদ্ধ অনুসন্ধানের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদণের রূপ নেয়। এভাবে সাম্প্রতিককালে দেশের ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম নিয়ে যত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলোই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অপরাধ বলে পরিগণিত হবে।

এমনকি এই আইনের বিধান অনুযায়ি জনস্বার্থের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি যদি কোন সংবাদকর্মীকে এ ধরনের তথ্য সরবরাহ করেন তাও একই মাত্রার অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং এক্ষেত্রেও একই মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।[২১] এভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিককে তথ্য সরবরাহ করাকেই কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং কার্যত সাংবাদিকের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের বিষয় নির্ধারণ ও অনুসন্ধানের চ্যালেঞ্জ

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে 'কোন ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করা ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করা বা বিভ্রান্তি ছড়ানো'[২২], 'ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করা বা উস্কানি দেওয়া'[২৩], 'শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো'[২৪] এর মতো বেশকিছু অস্পষ্ট শব্দবন্ধ ও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কী কী করলে এর আওতায় অপরাধ বলে গণ্য হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। পাশাপাশি অপরাধগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারিত না থাকায় এই আইনের গুরুতর অপব্যবহার ও সাংবাদিকদের হয়রানির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এমন বাস্তবতায় ঠিক কী কী বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যাবে তা নিয়ে গুরুতর সংশয়ে থাকবেন সংবাদকর্মীরা।

এখানে উল্লেখ্য যে, মূলত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম সংক্রান্ত ঘটনা নিয়েই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে তাঁদের আক্রমণ বা হুমকি দেওয়া হচ্ছে এমন অযুহাতে অনুসন্ধানের যে কোন পর্যায়ে হয়রানিমূলক মামলার আশ্রয় নিতে পারেন। পাশাপাশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ে তৈরি প্রতিবেদন ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরক্তিকর, বিব্রতকর বা অপমানজনক হতে পারে। আইন দিয়ে একে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অনুসন্ধান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। একই ধরনের অপব্যবহারের সুযোগ আছে বিভ্রান্তি ছড়ানো বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ন করা সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোতে।

প্রতিবেদন প্রকাশের চ্যালেঞ্জ

উপরের অনুচ্ছেদে যে কয়টি ধারাকে অনুসন্ধানের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতিটিই একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ কোন প্রতিবেদনটির কারণে রাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভয় দেখানো বা হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে এবং সর্বোপরি কোন প্রতিবেদন ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত করছে বা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তা আপেক্ষিক এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় এই শব্দবন্ধগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব। এবং এর অপব্যবহার বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে প্রতিবেদক, সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও সমভাবে দায়ি থাকবেন এই আইনের আওতায়। ফলে কার্যত তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হয়রানিমূলক মামলার ঝুঁকিতে থাকবেন। বিশেষত সাম্প্রতিককালে সরকার বা শাসকদলের কোন সদস্য বা রাষ্ট্রায়াত্ব কোন প্রতিষ্ঠান বা খাতের সুনির্দিষ্ট অনিয়মের তথ্য উন্মোচনকে যেভাবে সরকারের সমালোচনা ও রাষ্ট্রের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন করার সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে- এমন প্রেক্ষাপটে হয়রানির আশংকাকে একেবারে অমূলক বলে নাকচ করে দেওয়ার সুযোগ নেই।

এছাড়া এই আইনের অধীনে ২০টি ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধের ১৪টিই আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য হওয়ায়,[২৫] সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই গ্রেফতার এড়াতে পারবেননা অথবা নিদেনপক্ষে গ্রেফতার আতঙ্কে ভুগবেন।

পাশাপাশি এই আইনের ৪৩ ধারায় পুলিশকে কোন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই যে কোন জায়গায় প্রবেশ, যেকোন কম্পিউটার ব্যবস্থায় তল্লাসি চালানো, যে কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও সার্ভার জব্দ করা, যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশি এবং শুধুমাত্র

[21] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47493
[22] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47483
[23] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47486
[24] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47489
[25] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47511

সন্দেহবশত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।[২৬] সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের হয়রানি বা হয়রানির আশংকার পাশাপাশি, কম্পিউটার ও সার্ভারসহ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক জব্দ করার ক্ষমতা দিয়ে কার্যত পুলিশকে যে কোন সংবাদপত্র, টিভি স্টেশন বা অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুরোধ সাপেক্ষে সরকারের কোন রকম অনুমোদন ছাড়াই বিটিআরসিকে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত তথ্য উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।[২৭] এই বিধান যে কোন সংবাদমাধ্যমের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৫৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনের সময় সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করা হলে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।[২৮] 'সরল বিশ্বাস' শব্দবন্ধটি অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও এখানে সেই ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। এর মাধ্যমে আইনপ্রয়োগকারী আইনের অপব্যবহারের দায় থেকে আগাম দায়মুক্তি পাচ্ছেন এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিক হয়রানির প্রতিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। এই ধারাটি আইনটিকে চরম নিবর্তনমূলক একটি আইনে পরিণত করা হয়েছে।

উপসংহার

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সম্ভাব্য অপরাধ প্রতিরোধে একটি কার্যকর আইনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমান আইনটি মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে, সংবাদমাধ্যমের ওপর নজরদারি, প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের এবং সংবিধানে প্রদত্ত সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক গ্রেফতার ও হয়রানিমূলক মামলার আশংকা মাথায় নিয়ে তাঁর দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পারবেন তা সহজেই অনুমেয়। আর কথিত **'হলুদ সাংবাদিকতা বন্ধ'** করার পন্থা হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার, গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার সমতুল্য। সম্ভাব্য হয়রানিমূলক মামলা, এমনকি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলো আদৌ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেবেন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য এই আশংকাগুলোর কোনটাই অমূলক বলে নাকচ করে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ বাস্তবতা হলো, সদ্য বিলুপ্ত তথ্য ও প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় বহু সাংবাদিক কারাভোগ করেছেন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন, যদিও সরকারের পক্ষ থেকে দফায় দফায় সংবাদকর্মীদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে আইনটির অপপ্রয়োগ হবে না। এখন সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তাঁরা গণতন্ত্রের অন্যতম মৌল ভিত্তি তথা স্বাধীন গণমাধ্যমকে ধ্বংস করে দিতে চান কিনা। আর দেশের জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা সংবাদাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে দেখতে চান কিনা। যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক ও জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক চর্চায় বিশ্বাসী, তাঁদের ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য সৃষ্ট এই প্রতিবন্ধকতা অপসারণের উদ্যোগ নেওয়ার বিকল্প নেই।

###

প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন এর অংশ হিসেবে ৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়েছে।

[26] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47501
[27] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47466
[28] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=1261&sections_id=47515